পাঠ্যবইয়ে এসব কী দেখছি

মুহাম্মদ আমিনুল হক

গত ৮ মার্চ একটি বাংলা দৈনিক 'দেবদেবীর নামে জবাই পশু হালাল' শিরোনামে একটি লিড নিউজ পরিবেশন করে। খবরটি সারা বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনতাকে চরমভাবে ধাক্কা দেয়। খবরটিতে উল্লেখ করা হয় যে, ২০১৩ সাল থেকে নবম-দশম শ্রেণীর জন্য ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের ৮২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 'দেবদেবী বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম'। এই বাক্যটির সরল অর্থ যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, আল্লাহ ও দেব-দেবীর নামে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল। এটি একটি চরম আপত্তিকর কথা। মুসলমান মাত্রই সবাই এই বিশ্বাস রাখেন যে, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার মানা 'শিরক'। ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক করা চরম গুনাহের কাজ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে শিরককারী তথা মুশরিককে কোনভাবেই ক্ষমা করবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে শিরক ব্যতীত যে কারোর অন্যসব পাপ ক্ষমা করবেন, আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করে সে অবশ্যই চরম পথভ্রষ্ট হলো' (সূরা আন-নিসা : ১১৬)। আল্লাহর কোনো সমতুল্য নেই। আল্লাহ এক ও একক। তার কর্মে কেউ ভাগ বসাতে পারে না। অতএব দুনিয়ার কোনো কিছুই আল্লাহর সমান্তরাল হতে পারে না। না কোন দেব-দেবী না কোন বস্তু। কোন মুসলমান এই বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে যদি আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে মনে করে, তাহলে সে আর মুসলমান থাকতে পারে না। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মায়িদার ৩নং আয়াতে কোন পশুর গোশত খাওয়া যাবে আর কোনটির খাওয়া যাবে না সে সম্পর্কে বিস্তারিত গাইড লাইন দেয়া হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'আল্লাহর নাম ব্যতীত উৎসর্গকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম'। এছাড়াও আল-কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর নাম ব্যতীত জবাই করা পশুর গোশত খাওয়া হারাম। বর্তমান প্রজন্মকে নাস্তিক্যবাদে ধাবিত করার মানসেই এটি করা হয়েছে। কেননা এর আগে ইসলাম শিক্ষা বইতে 'আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম' কথাটি ছিল। এ বছর বইটিতে ইচ্ছা করেই আল্লাহর সাথে দেব-দেবীর নাম সংযোজন করা হয়েছে। প্রিন্টিং মিসটেক বা অন্যকোনো ভুলের কারণে আল্লাহর নামের পাশে দেব-দেবীর নাম আসাটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। জাতিকে ধর্মহীন করার মিশন হিসেবে যে পাঠ্যক্রমের মধ্যে ইসলামী আকীদা, সংস্কৃতি ও চেতনা পরিপন্থী বিষয়গুলো প্রবেশ করানো হচ্ছে তা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। গত কয়েকদিনে দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক নয়া দিগন্ত ও দৈনিক আমার দেশ'র একাধিক রিপোর্টে বিষয়টি উঠে এসেছে। খবরে প্রকাশ, পঞ্চম শ্রেণীর 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'ইসলাম এত উদার যে, মহানবী (সা.) ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের মদিনা মসজিদে এবাদত করার সুযোগ করে দিয়েছেন'। নবী (স.)-এর উদারতার কথা বলে এদেশের নাগরিকদের মধ্যে বিকৃত ইতিহাস প্রবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে এর মাধ্যমে। নবী (সা.) উদার ছিলেন এটি যেমন সত্য তেমনি তিনি মদীনার মসজিদে কোনো ইহুদী, খ্রিস্টানকে ইবাদতের জন্য ছেড়ে দেননি একথাও সত্য। চতুরতার মাধ্যমে রাসূলের উদারতার সাথে বিধর্মীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর ইবাদত করার তথ্য সংযোগ করে মুসলমানদের মধ্যে সেকুলারিজমের বীজ বপন করা হয়েছে। যে নবী (সা.) সকল মানবকে এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান নিয়ে প্রেরিত হলেন তিনি কীভাবে অন্য ধর্মের লোকদের আল্লাহর ঘরে অন্যের নামে ইবাদত করার সুযোগ দেবেন? মিথ্যাচারের সীমা থাকা উচিত। এতো গেল ইতিহাস বিকৃতির তথ্য। কুরআনের আয়াত বিকৃত করার তথ্যও প্রকাশ পেয়েছে ইতোমধ্যে। ২০১৩ সালের জন্য প্রণীত নবম-দশম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের ১০৭ পৃষ্ঠায় 'জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ' শিরোনামের অধ্যায়ে সূরা আনফালের ৩৯ নম্বর আয়াতের অর্থ লেখা হয়েছে, 'তোমরা (ইসলাম ও মানবতাবিরোধী শত্রুর বিরুদ্ধে) লড়াই করবে। যতক্ষণ না ফিতনা ফ্যাসাদ ও অশান্তি চিরতরে নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়'। সূরা আনফালের আয়াতটি হলো, 'ওয়া কাতিলূহুম হাত্তা লা তাকূনা ফিতনাতুন ওয়া ইয়াকূনাদ্দিনু কুল্লুহু লিল্লাহ'। এই আয়াতের অনুবাদ করতে গিয়ে ব্রেকেটবন্দির মধ্যে যে মানবতাবিরোধী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলা হয়েছে তা চরম অর্থ বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলেছেন। কিন্তু ইসলামের শত্রুর সাথে 'মানবতাবিরোধী শত্রু' শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। এভাবে কুরআনের অর্থ বিকৃতি বা অপব্যাখ্যা করা চরম ধৃষ্টতা। কোন মুসলমান এটি সজ্ঞানে করতে পারেন না। কুরআনের অপব্যাখ্যা করা ইহুদীদের চরিত্র। তারা তাওরাতকে বিকৃত করে নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা প্রদান করতো। কুরআনের অর্থ বিকৃতির সাথে জিহাদের যে আলোচনা বইটিতে এসেছে সেখানেও রয়েছে অপব্যাখ্যা। গত ২০ মার্চ নয়া দিগন্তের প্রথম পাতায় 'এবার মাদরাসার বইয়ে আল্লাহর সন্তান আবিষ্কার' শীর্ষক নিউজটি পড়ে হতভম্ব না হয়ে পারলাম না। খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল নবম-দশম শ্রেণীর 'বাংলা সাহিত্যের' ১৯ নম্বর গদ্যাংশের ৯৪ পৃষ্ঠায় মোহাম্মদ আকরাম খাঁ রচিত 'বিদায় হজ্জ' অধ্যায়ে 'অসাম্যের প্রতিবাদ' প্যারার ৯৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনে 'আল্লাহর সকল সন্তান' (আউলাদুল্লাহ) লেখা হয়েছে "কুলপতি হজরত এব্রাহিম এই সহানুভূতি শিক্ষা ও সাম্যের শিক্ষাদানের জন্যই 'ইতর-ভদ্র' নির্বিশেষে 'আল্লাহর সকল সন্তানকে' আরাফাত ময়দানে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন"। আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করিবা গুনাহ। উল্লেখিত পাঠে সকল মানুষকে আল্লাহর সন্তান বলে আখ্যায়িত করে ঈমানের মৌলিক বিষয়ের ওপর চরমভাবে আঘাত করা হয়েছে।

মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে ইসলামী চেতনা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতি থেকে দূরে ঠেলতেই এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই মুহূর্তেই নতুন শিক্ষানীতির আলোকে রচিত এইসব সেকুলার বই নিষিদ্ধ না করা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জাতির পচন ঠেকানো কোনো মতেই সম্ভব হবে না। অতএব ইসলামপ্রিয় তাওহীদি জনতার কাছে আমাদের আহ্বান, সেকুলার জাতি গড়ার এই হীন প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসুন।

পাঠ্যবইয়ে আল্লাহ রাসূল ও কুরআনের বিরুদ্ধে শিরক, অপবাদ ও অপব্যাখ্যা দেয়ার পর মুসলমান যুবক-যুবতীদের চরিত্র নষ্টের চেষ্টাও করা হয়েছে একাধিক জায়গায়। ৮ম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বইয়ের ৮৬ পৃষ্ঠায় শেষের প্যারাতে লেখা হয়েছে, 'শিশু কিশোরদের খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে পর্নোগ্রাফি, ব্লুফিল্ম ও বিভিন্ন অশ্লীল প্রকাশনা বন্ধ করতে হবে।' ইতোমধ্যে অভিভাবক মহলে এইসব স্পর্শকাতর শব্দ নিয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। কোন কিশোর বা কিশোরী তার মা-বাবাকে যদি ব্লুফিল্ম বা পর্নোগ্রাফি কী বলে প্রশ্ন করে তাহলে তারা তাদের কী জবাব দিবেন। যখনি কেউ বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইবে তখনই তারা ব্লুফিল্ম ও পর্নোগ্রাফি শব্দের অর্থ জানতে উৎসুক হয়ে অন্যের কাছে জানতে চাইবে অথবা ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হবে। এরপর যা ঘটবে তা কি কেউ চিন্তা করেছে? ব্লুফিল্ম'র সাথে পরিচয় ঘটার ফাঁকে কোমলমতি কিশোর-কিশোরীদের যে চরিত্র হানি ঘটবে তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? ষষ্ঠ-দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এ বছর 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' নামে যে বই সরবরাহ করা হয়েছে তাতেও দেখা গেছে শিক্ষার নামে অশ্লীলতা ও যৌনতার ছড়াছড়ি। উল্লেখিত বইয়ে কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকাল নিয়ে যে খোলামেলা আলোচনা করা হয়েছে তা কেবল প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের বেলায় খাটে। অষ্টম শ্রেণীর বইতে গর্ভধারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১২-১৩ বছরের ছেলে-মেয়েদেরকে প্রজনন বিষয়ক শিক্ষা দেয়ার মানে কি? আমরা কি ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাস করছি? যেখানে ১৮ বছরের আগে কোন মেয়ের বিয়ে বৈধ নয় সেখানে কচিকাঁচা কিশোর-কিশোরীদের এইসব শিক্ষা দেয়ার অর্থই হচ্ছে, ওদেরকে অবাধ যৌনতার দিকে ঠেলে দেয়া। নবম-দশম শ্রেণীর 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান' বইয়ের ৬৮ পৃষ্ঠায় বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন প্যারায় লেখা হয়েছে, কিশোরদের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে, "...প্রজনন অঙ্গ বড় হয়ে ওঠা, বীর্যপাত হয়। কিশোরীদের ক্ষেত্রে স্তন বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন অঙ্গে লোম গজায়, ঋতুস্রাব ও মাসিক শুরু হয়।" এরপর এইসব বিষয় নিয়ে রগরগে যৌনরস দিয়ে এমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে যা অবধারিতভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীকে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেবে। তাছাড়া এই সমস্ত বিষয়ের সাথে ইসলামী শরীয়ার হুকুমও জড়িত আছে। বইগুলোতে এইডস এড়াতে 'নিরাপদ যৌন কর্মে'র কথা বলা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম কি বিয়ে ছাড়া নিরাপদ যৌন কর্ম তথা যেনা-ব্যভিচার করার অনুমতি দেয়? অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, ছেলেদের দাড়ি-গোঁফ কামানোর কথা। দাড়ির বেলায়ও আছে ইসলামের নির্দেশনা।

মোট কথা গোটা জাতিকে ধর্মহীন জাতিতে পরিণত করে চরিত্র হানির যে প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে ইসলামী চেতনা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতি থেকে দূরে ঠেলতেই এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই মুহূর্তেই নতুন শিক্ষানীতির আলোকে রচিত এইসব সেকুলার বই নিষিদ্ধ না করা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জাতির পচন ঠেকানো কোনো মতেই সম্ভব হবে না। অতএব ইসলামপ্রিয় তাওহীদি জনতার কাছে আমাদের আহ্বান, সেকুলার জাতি গড়ার এই হীন প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসুন।

□ লেখক : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কলামিস্ট
e-mail: aminulhoque_iiuc@yahoo.com

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 4 APR 2013
পৃষ্ঠা ০৩ কলাম ...